বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে জন-গনের দোর গোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম, বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই হেলাল উদ্দিন,বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ^◌াস, বামন্দী ইউপি সদস্য কামাল হোসেন সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ। বিট পুলিশিং কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক আলোচনা করেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ^◌াস তার বক্তব্য বলেন, পুলিশের এমন উদ্যোগে সাধান মানুষ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি সমাজে ঘটে যাওয়া ছোট খাট অপরাধ গুলো কমে যাবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন, বিট পুলিশিং কার্যক্রমের ফলে এখন থেকে আর সাধারন মানুষকে কষ্ট করে থানায় যেতে হবে না। বিট পুলিশি দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা স্থানীয়দের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ছোট খাট বিষয় গুলো সমাধান করতে পারবেন।

যে সমস্যা গুলো বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে সমাধান হবে না সেগুলোর বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ দেখভাল করবেন। এর ফলে মানুষ পুলিশের সেবা বাড়িতে বসেই পাবে। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হলেও পর্যায় ক্রমে ওয়ার্ড কিংবা গ্রাম পর্যায়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হবে।

গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কুমারীডাংগা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মটমুড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহম্মেদ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী ও মনিরুজ্জামান আতু সহ ইউ পি সদস্য বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।
এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে মটমুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ জানান বিট পুলিশিং এখন জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে কুমারীডাংগা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

গাংনীর ধলাক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কাথুলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলজার হোসেন, সেক্রেটারি মোজাম্মেল হোসেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান কে প্রধান করে জাহিদ হোসেন এ এস আই, আক্কাস আলী নায়েক, রাজু আহম্মেদ কনস্টেবল, কাওছার আলী কনস্টেবল, শুকুর আলী কনস্টেবল কে কমিটি নিযুক্ত করেন।

এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান বিট পুলিশিং এখন জনগনের বাড়ি বাড়ি যেয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

সিনহা হত্যা: র্যাব হেফাজতে ৭ দিনের রিমান্ডে তিন এপিবিএন সদস্য

কক্সবাজারের টেকনাফে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় সাত দিনের রিমান্ডে র্যাব হেফাজতে নিয়েছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) তিন সদস্যকে।

শনিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে তাদের কক্সবাজার কারাগার থেকে র্যাব-১৫ কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান কক্সবাজার জেল সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন।

র্যাব সূত্রমতে, কারাগার থেকে রিমান্ডের জন্য বুঝে নেয়া হয় তিন এপিবিএন সদস্যকে। প্রথমে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। পরে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর র্যাব কার্যালয়ে নেয়া হয়।

এদিকে এপিবিএনের তিন সদস্যকে গত ১৮ আগস্ট গ্রেফতারের পর আদালতে সোপর্দ করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আদালত সাত দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।

কক্সবাজার জেল সুপার মো. মোকাম্মেল হোসেন জানান, কক্সবাজার র্যাব ১৫-এর একটি দল এপিবিএনের তিন সদস্যকে জিজ্ঞাবাসাদের জন্য তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

আদালতের আদেশে এই তিন সদস্যকে র্যা্বের মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতে বুঝে দেয়া হয়েছে। তারা হলো– কক্সবাজার ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের উপপরিদর্শক শাহজাহান, কনস্টেবল মো. রাজীব ও মো. আবদুল্লাহ।

সূত্রমতে, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ হত্যার ঘটনার দিন এপিবিএনের এই তিন সদস্য ৩১ জুলাই রাতে শামলাপুর ঘটনাস্থল এপিবিএনের চেকপোস্টে দায়িত্বরত ছিলেন।

১৭ আগস্ট র্রাবের তদন্তকারী কর্মকর্তা এ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ১৮ আগস্ট অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়।

কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তামান্না ফারাহ সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ওই দিন থেকে তারা কারাগারে ছিলেন।

আজ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে কারাগারে থাকা রিমান্ডপ্রাপ্ত আসামি এপিবিএনের তিন সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাব হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ হত্যা মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তিন আসামি বহিষ্কৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী ও এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত ৫ম দিনের মতো র্যা ব হেফাজতে রিমান্ডে রয়েছে।

এর আগে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যসহ সাতজনকে সাত দিনের রিমান্ড শেষে ২০ আগস্ট আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

অচিরেই মুজিবনগর কে মাদক মুক্ত ঘোষনা করব- ওসি হাসেম

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুরে বিট পুলিশিং কার্যকমের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রতনপুর বিট পুলিশিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর টুরিষ্ট পুলিশের এস আই রেজাউল করিম, রতনপুর আইসি ক্যাম্প এর ইনচার্য এস আই আজম বিশ্বাস, উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউপি যুবলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান মুংলা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ফেরদৌস আলী মেন্তা, সংকর বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক মোবারক হোসেন।

পরে মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম ফিতা কেটে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করে।

উল্যেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার চার ইউনিয়েনে মোট ৫ টি বিট পুলিশিং অফিস চালু করা হবে।

যার মধ্যে দারিয়াপুর, মোনাখালি ও মহাজনপুরে ৩ টি বিট পুলিশিং কার্যকমের এর উদ্বোধন করা হয়েছে, আজ শনিবার বাগোয়ান ইউনিয়নের রতনপুর বিট পুলিশিং এর উদ্ভোধন করা হল।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি; নিরাপদ সমাজ গড়ি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে উপজেলার ০৩ নং ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা,

জীবননগর, সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল।

এসময় প্রধান অতিথি সিনিয়র সহকারী সার্কেল পুলিশ সুপার মোঃ আবু রাসেল বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বিট পুলিশিং। পারিবারিক ও সামাজিক পরিম-লে যে সমস্যাগুলো আপনারা সমাধান করতে পারছেন না তা বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে আপনারা আইনগত ভিত্তির মধ্যে চলে এসে দ্রুত সমাধান পাবেন। দামুড়হুদা থানাকে ০ ৬ টি ইউনিয়নকে ৬ টি বিটে ভাগ করা হয়েছে।

প্রতিটি বিটের বিট অফিসার একজন এসআই। উনার সাথে থাকবেন একাধিক এসএসআই ও দুজন কনস্টেবল। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সাথে কিছু মানুষকে জুড়ে দিয়ে কাজ করা হয়েছিলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের সাথে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নেই। বিট পুলিশিংয়ের একটি আইনগত ফ্রেমের মধ্যে আনা হয়েছে এবং পুলিশই কাজটি করবে। ছোটখাটো সমস্যাগুলো যাতে আপনারা বিটের মাধ্যমে সহজেই সমাধান পেতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কোথায় যাবেন? কিভাবে যাবেন? কিভাবে প্রতিকার পাবেন? তা অনেকে জানেন না।

বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন অনেকে। এখন আর ছুটাছটি করতে হবে না। বিটের মাধ্যমে এসব পরামর্শ ও সমস্যার সমাধান করা হবে। বিট পুলিশিংয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান আইজিপি মহোদয় উঁনি যখন ডিএমপি কমিশনার ছিলেন তখন তিনি ডিএমপি এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম খুব জোরেশোরে চালু করেছিলেন। এটার ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিলো। উঁনি চান এ ধারণা শুধু ডিএমপিতে না রেখে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে। এর অনেক সুফল আছে।

দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক বলেন, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ জনগণকে পুলিশের সেবা নিতে অনেক পথ অতিক্রম করে থানায় যেতে হয়। পুলিশের সেবা এখন জনগণের দোরগোড়ায়। দ্রুত যেকোনো ধরনের পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, সমাজকে মাদকমুক্ত করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা এখন অনেকটা মাদকমুক্ত হয়েছে।

আমরা মাদক নিয়ন্ত্রণে কিট নিয়ে আসছি। প্রথমে পুলিশকে পরীক্ষা করা হবে। কোনো পুলিশ সদস্য মাদকাসক্তের তালিকায় আসলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি পুলিশের সহযোগিতা করার আহ্বান রেখে আরও বলেন, আপনাদের সহযোগিতা

চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম স্যার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদকমুক্ত করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমান, এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

আরও উপস্হিত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন,রবিউল হোসেন শুকলাল,আব্দুল কাদের বিশ্বাস,আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম- আহবায়ক শওকত আলী,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দামুড়হুদা থানার সকল পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সকল গ্রাম পুলিশ সদস্যবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্র তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধসহ জাতির ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আপনারা পেছনের দিকে নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবেন।

আজকের বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে অনেক অবদান সকলের। কিন্তু একটি চক্র বোমা মেরে, মানুষ পুড়িয়ে আন্দোলনের নামে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলো তা কারো জন্য কাম্য নয়। আপনি যে দলেরই হোন না কেন এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ নিশ্চয়ই কেউ সমর্থন করবেন না। সেই অপরাধ কাজ থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে স্বাধনীতা বিরোধী শক্তি জামায়াত শিবির আলবদর তারা কিন্তু অপরাধমূলক কাজ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

এ আগস্ট মাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ করে জঙ্গি কার্যক্রম। কিন্তু পুলিশের ভূমিকায় জঙ্গি দমন করতে সক্ষম হয়েছে আমরা। পুলিশের সক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো যাতে আবারও এসব কাজ করে দেশকে পিছিয়ে নিতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

করোনা রোগিদের জন্য বিশুদ্ধ পানি পাঠালেন এসপি জাহিদ

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসারত রোগিদের জন্য ৭৪৪ বোতল বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফহাসান রোগিদের পক্ষে পুলিশ সুপারের উপহার গ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের পরিদর্শক (আরআই) আহম্মদ আলী জানান, ‘পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই করোনা আক্রান্ত রোগি ও দরিদ্র মানুষের সহযোগিতায় কাজ করে আসছেন। তাঁর নির্দেশেই আমি সিভিল সার্জনের কাছে রোগিদের জন্য পুলিশ সুপারের উপহার পৌঁছে দিয়েছি।’

ডসভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা রোগিদের জন্য পুলিশ সুপারের উপহার আমাদের হাতে এসেছে। আমরা করোনা ওয়ার্ডে তা পৌঁছে দিয়েছি।’

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমি প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসেবে সবসময় চিন্তা করি কিভাবে মানুষের মঙ্গল সাধন করা যায়। সেই চিন্তা থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।’

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সবজি চাষে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের সাফল্য

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে সবজি চাষে পুলিশ সদস্যদের সাফল্য এসেছে। কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে পতিত জমিতে মৌসুমি সবজির চাষে সফলতা পেয়েছেন পুলিশ সদস্যরা। আর চাষ করা এসব সবজি দিয়েই চাহিদা মিটছে তাদের।

কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির আইসি এসআই আতিকুর রহমান জুয়েল বলেন, অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের নিয়ে চাষ করেছি বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি। এমন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অন্য পুলিশ সদস্যরা। পুলিশের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি চাষ করা সবজির পরিচর্যাও করে থাকি আমরা।

মূলত ফাঁড়ির পতিত জমিকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সবজির চাষকে বেছে নেওয়া হয়। এছাড়াও চাষ করা বিষমুক্ত সবজি পুলিশ সদস্যদের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করছে। যখন যে সুযোগ পাচ্ছি ঠিক তখনই এই সবজির বাগানের পরিচর্যায় সময় দিচ্ছি। আর বাগানটি দেখভাল করে থাকে আবু তালেব। তিনি বাগানে প্রচুর সময় দেই। সঠিকভাবে পরিচর্যা করার কারণে ফলনও বেশ ভালো হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ফাঁড়িতে সুসজ্জিত সবজির বাগানের বিভিন্ন অংশে চাষ করা হয়েছে পেঁপে, বেগুন, ঢেঁড়স, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ঝাল, লেবু, লালশাক, কলমিশাকসহ নানা রকমের শাক-সবজির। নিয়মিত পরিচর্যা করার ফলে এসব সবজির ফলন বেশ ভালো হয়েছে।

সময় অনুযায়ী বিভিন্ন পুলিশ সদস্য এই সবজির বাগান পরিচর্যা করে থাকেন। এ বাগানে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ ধরণের সবজির চাষ রয়েছে। এএসআই রওশন আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কোন স্থান যাতে পতিত না থাকে সেই চিন্তা থেকেই ফাঁড়ির পতিত জমিতে শাক-সবজির চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা।

আমাদের সুবিধামতো সময়ে চাষ করা সবজিগুলোর পরিচর্যা করে থাকি। এখানকার উৎপাদিত সবজি আমাদের ম্যাচে রাস্তা হয়ে থাকে। এসব সবজি চাষের ব্যাপারে কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। মূলত

ফাঁড়িতে এসআই মেজবাহুর রহমান থাকা কালিন সময়ে তিনি এই শাক – সবজি চাষের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টায় এই বাগানটি হয়েছে।

সিনহা হত্যা: এপিবিএনের ৩ সদস্য গ্রেফতার

কক্সবাজারের টেকনাফে মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

সোমবার রাত ১০টার দিকে তাদেরকে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ (র্যাব) এর কক্সবাজার কার্যালয়ে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের এ হত্যাকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। পরে তাদের মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

গ্রেফতার তিনজন হলেন- এপিবিএনের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাহজাহান, কনস্টেবল রাজীব ও আব্দুল্লাহ। ৩১ জুলাই ঘটনার দিন এই তিনজনই এপিবিএনের চেকপোস্টে দায়িত্ব পালন করেছেন।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ গ্রেফতারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

৩১ জুলাই ঈদুল আজহার আগের রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান।

ঘটনার পর পুলিশ বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় দুটি মামলা করে। আর রামু থানায় একটি মামলা করা হয়।

পরে ৫ আগস্ট কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা করেন সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস।

এতে ৯ জনকে আসামি করা হয়। আসামিরা হলেন- টেকনাফ থানার বরখাস্ত

হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, টেকনাফের বাহারছড়া শামলাপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের

প্রত্যাহার হওয়া পরিদর্শক লিয়াকত আলী, এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত, এএসআই লিটন মিয়া, পুলিশ কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. মোস্তফা ও এসআই টুটুল। এদের মধ্যে আসামি মোস্তফা ও টুটুল পলাতক।

এর মধ্যে রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া পুলিশের চার সদস্য এবং এ ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীকে গত শুক্রবার থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে র্যাব।

যাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে তারা হলেন- এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী মো. নুরুল আমিন, মো. নেজামুদ্দিন ও মোহাম্মদ আয়াছ।

সূত্র- যুগান্তর

জীবননগর সীমান্তে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□